আবাসিক হল

শেরে বাংলা ফজলুল হক হল

প্রাধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত)
ড. উজ্জ্বল কুমার আচার্য্য (০১.০৭.২০২১ থেকে ০৬.১১.২০২১ পর্যন্ত)
আবাসিক শিক্ষক

প্রাধ্যক্ষ
ড. শাহরিয়ার হোসেন (০৭.১১.২০২১ থেকে ১৮.০১.২০২২ পর্যন্ত)
প্রফেসর, নাট্যকলা বিভাগ
ড. মো. হাবিবুর রহমান (১৯.০১.২০২২ থেকে)
সহযোগী অধ্যাপক, ফোকলোর বিভাগ

আবাসিক শিক্ষক: ৪ জন

শিক্ষার্থী সংখ্যা
আবাসিক : ৩১২ জন
অনাবাসিক : ৬৪৮ জন

সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন
খেলাধুলা: বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক আয়োজিত বিভিন্ন খেলাধুলায় এই হল অংশগ্রহণ করেছে।

সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রম: হলের কৃতি শিক্ষার্থীরা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক আয়োজিত বিতর্ক ও অন্যান্য সাহিত্য-সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে থাকে।

ছাত্র কল্যাণ: মেধাবী ও অস্বচ্ছল শিক্ষার্থীদের কল্যাণে ও অসুস্থ শিক্ষার্থীদের তাৎক্ষণিক চিকিৎসায় প্রয়োজনীয় সহায়তা করা হয়ে থাকে।

পাঠাগার: এখানে বিভিন্ন ধরনের বইপত্র সংগ্রহ করাসহ শিক্ষার্থীদের নিয়মিত পত্র-পত্রিকা পড়ার ব্যবস্থা আছে।

সামাজিক কার্যক্রম: ২০২১-২০২২ শিক্ষাবর্ষে এই হলে বিভিন্ন জাতীয় ও ধর্মীয় গুরুত্বপূর্ণ দিবস, হল প্রশাসন ও শিক্ষার্থীদের সমন্বিত অংশগ্রহণের মাধ্যমে যথাযোগ্য মর্যাদা ও ভাবগাম্ভীর্য্যের সাথে পালন করা হয়।

সাধারণ কক্ষ: এখানে শিক্ষার্থীরা প্রতিদিন ক্যারাম, দাবা, টেবিল টেনিস, তাস ইত্যাদি খেলে থাকে। বিনোদনের জন্য ২টি রঙিন টেলিভিশন আছে।

হল ডাইনিং ও ক্যান্টিন: হল ডাইনিং বর্তমানে চুক্তিভিত্তিতে পরিচালিত হচ্ছে। এখানে দুপুরের ও রাতের খাবার পরিবেশন করা হয়। ক্যান্টিনও যথারীতি চালু রয়েছে।

হল উন্নয়ন : ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে নতুন আসবাবপত্র সরবরাহ, ৩টি নতুন বেসিন স্থাপন, পানি সরবরাহ লাইন মেরামত, ভবনের বাইরের দেয়াল মেরামত ও রং করা, বৈদ্যুতিক মেরামতি, ডাইনিং ও ক্যান্টিনের ছাদ পুনঃনির্মাণ, ছাদ প্যাটেন্ট স্টোনকরণসহ আনুষঙ্গিক কাজ করা হয়।

কর্মরত জনবল
অফিসার : ২ জন
সহায়ক কর্মচারী : ৩ জন (২ জন দৈনিক মজুরিভিত্তিক)
সাধারণ কর্মচারী : ১৬ জন

শাহ্ মখ্দুম হল

প্রাধ্যক্ষ
ড. মো. আরিফুর রহমান (১৪.০৫.২০২২ পর্যন্ত)
সহযোগী অধ্যাপক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ
ড. মো. রুহুল আমিন (১৫.০৫.২০২২ থেকে)
প্রফেসর, এগ্রোনমী এন্ড এগ্রিকালচারাল এক্সটেনশন বিভাগ

আবাসিক শিক্ষক: ৩ জন

শিক্ষার্থী সংখ্যা
আবাসিক : ৪৬৫ জন
অনাবাসিক : ১২৫০ জন

সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন
২০২১-২২ শিক্ষা বর্ষে করোনা অতিমারির কারণে হল বন্ধ থাকলেও দাপ্তরিক কার্য বিশ্ববিদ্যালয় ঘোষিত নির্দেশনা অনুযায়ী চালু ছিল।

খেলাধুলা
হলে নিয়মিতভাবে অন্তঃকক্ষ ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। হলের শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন আন্তঃকলেজ ও আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে পদক তালিকায় স্থান পেয়ে থাকে।

সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রম
হলের কৃতি শিক্ষার্থীরা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক আয়োজিত বিতর্ক ও বিভিন্ন সাহিত্য-সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে থাকে।

ছাত্রকল্যাণ
মেধাবী, অসচ্ছল ও অসুস্থ ছাত্রদের কল্যাণে আবাসিকতা প্রদান ও চিকিৎসা সেবায় হল থেকে সাহায্য প্রদান করা হয়।

পাঠাগার
হল পাঠাগারে ২০২১-২০২২ শিক্ষাবর্ষে বিভিন্ন বিভাগের উপযোগী পাঠ্যবই, ধর্মীয় বই ও প্রয়োজন মত অন্যান্য বই সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রাপ্ত অনুদান ও হল লাইব্রেরী তহবিল থেকে এসব বই কেনা হয়। পাঠাগার পরিচালনার জন্য একজন কর্মচারী/কর্মকর্তা অতিরিক্ত সময় কাজ করেন। এখানে ১৩টি দৈনিক পত্রিকা ছাড়াও সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রিকা রাখা হয়।

রিডিং রুম
হলে রিডিং রুমে শিক্ষার্থীদের পড়া-লেখার সুধিধার জন্য আসবাবপত্রের ব্যবস্থা আছে।

সামাজিক কার্যক্রম
২০২০-২০২১ শিক্ষাবছরে এই হলে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা দিবসসহ বিভিন্ন জাতীয় দিবস এবং পবিত্র ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী, রমজানের ইফতার মাহফিল ও ফারুক হত্যা দিবস ইত্যাদি পালন করা হয়েছে।

সাধারণ কক্ষ

হলে সাধারণ কক্ষে শিক্ষার্থীরা প্রতিদিন ক্যারাম, দাবা, টেনিস, তাস ইত্যাদি খেলা অনুশীলন করে থাকে। তাদের বিনোদনের এখানে ১টি ও মিলনায়তনে ১টি রঙিন টেলিভিশন চালু আছে।

হল ডাইনিং ও ক্যান্টিন

আবাসিক শিক্ষকদের তত্ত্বাবধানে ডাইনিং হলে প্রতিদিন দুপুর ও রাতের খাবার এবং ক্যান্টিনে নাস্তা পরিবেশনের ব্যবস্থা রয়েছে।

কর্মরত জনবল

অফিসার	: ৭ জন
সহায়ক কর্মচারী	: ১ জন (দৈনিক মজুরিভিত্তিক)
সাধারণ কর্মচারী	: ১৪ জন (অ্যাডহক)

নবাব আব্দুল লতিফ হল

প্রাধ্যক্ষ
ড. মো. একরাম হোসেন (১১.১২.২০২১ পর্যন্ত)
সহযোগী অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ
ড. এ এইচ এম মাহবুবুর রহমান (১২.১২.২০২১ থেকে)
প্রফেসর, উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগ

আবাসিক শিক্ষক: ৪ জন

শিক্ষার্থী সংখ্যা
আবাসিক : ৩১৯ জন
অনাবাসিক : ৮৮৫ জন

সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন
২০২১-২০২২ শিক্ষাবর্ষে হলের শিক্ষার্থীরা রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ও বিভিন্ন সংগঠন কর্তৃক আয়োজিত ভার্চুয়াল ডিবেট, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান এর জন্মশতবার্ষিকী ও স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষ্যে রাকসু আয়োজিত ক্রীড়া উৎসবে নবাব আব্দুল লতিফ হল অংশগ্রহণ করে। বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা দিবসসহ জাতীয় দিবসসমূহ এবং পবিত্র ঈদ-ই-মিলাদুন্নবীসহ অন্যান্য ধর্মীয় অনুষ্ঠান যথারীতি পালন করা হয়। এছাড়া জন্মাষ্টমী উৎসব ও শ্রীপঞ্চমী উপলক্ষে অনুদান দেয়া হয়।

অসচ্ছল ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের সুবিধা ও অসুস্থদের চিকিৎসার জন্য হল থেকে সহায়তা প্রদান করা হয়। এই শিক্ষাবর্ষে বঙ্গবন্ধু পাঠাগার ও লাইব্রেরিতে ছাত্রদের পাঠোপযোগী বিভিন্ন ধরনের বই সংগ্রহ করা হয়েছে। পাঠাগারে দৈনিক, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক ও মাসিক পত্রিকা নিয়মিতভাবে পড়ার ব্যবস্থা রয়েছে। আবাসিক শিক্ষার্থীদের মধ্যে বই ইস্যু করা হয়। একজন অফিসার নিজ দায়িত্বের অতিরিক্ত হিসেবে এখানে দায়িত্ব পালন করেন।

সামাজিক কার্যক্রম: এই বছরে ব্লাড গ্রুপিং, করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে সচেতনতা বৃদ্ধি, বৃক্ষরোপনসহ নানাবিধ সচেতনামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

হল ডাইনিং: হল ডাইনিং যথারীতি চালু আছে। এখানে দুপুর ও রাতে খাবার পরিবেশন করা হয়। একজন আবাসিক শিক্ষক, হল সুপারভাইজার ও একজন কর্মকর্তা হলের ডাইনিং নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করে থাকেন।

ইন্টারনেট: হলে রেডিও ডিভাইস ও ওয়াইফাই (১২টি একসেস পয়েন্ট) চালু রয়েছে। এর মাধ্যমে উচ্চ গতিসম্পন্ন ইন্টারনেট সুবিধা পাওয়া যাচ্ছে।

হল উন্নয়ন: আলোচ্য বছরে হলের প্রাধ্যক্ষ কক্ষ ও বাথরুম এবং অতিথি কক্ষে টাইল বসানো ও রং করা হয়েছে। অতিথি কক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুদানে ৪টি সোফা ও ২টি টি টেবিল কেনা হয়েছে। **বিবিধ:**

হলের নিরাপত্তার জন্য হল গেটসহ প্রয়োজনীয় স্থানগুলোতে সিসি ক্যামেরা স্থাপন করে মনিটরিং করা হয়।

কর্মরত জনবল

অফিসার : ৫ জন
সহায়ক কর্মচারী : ২ জন
সাধারণ কর্মচারী : ১৫ জন (১ জন দৈনিক মজুরিভিত্তিক)

সৈয়দ আমীর আলী হল

প্রাধ্যক্ষ
ড. মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ আল মামুন
সহযোগী অধ্যাপক, ম্যাটেরিয়ালস সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ

আবাসিক শিক্ষক: ৫ জন

শিক্ষার্থী সংখ্যা:
আবাসিক : ৪১০ জন
অনাবাসিক : ৮০৫ জন

সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন
খেলাধুলা: বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী ও মহান স্বধীনতার সূবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে রাকসু কর্তৃক ক্রীড়া উৎসবে এই হল অংশগ্রহণ করে। বাংলাদেশ টেলিভিশন, চট্রগ্রাম কেন্দ্রে বিতর্ক প্রতিযোগিতা ২০২১ এও এই অংশ নেয়।

ছাত্র কল্যাণ: হলের অস্বচ্ছল, মেধাবী ও অসুস্থ ছাত্রদের প্রয়োজনে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

পাঠাগার: হলের পাঠাগার সকাল ৯টা থেকে রাত্রী ৮টা পর্যন্ত চালু থাকে ও পাঠাগার থেকে শিক্ষার্থীদের মধ্যে বই ইস্যু করা হয়। পাঠাগারে বসে পড়াশোনারও ব্যবস্থা আছে। এছাড়া পৃথক একটি পাঠকক্ষ সারাদিন চালু থাকে।

সামাজিক কার্যক্রম: হলের উদ্যোগে বিভিন্ন জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ দিবস ও ধর্মীয় দিবসসমূহ যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে পালন করা হয়।

সাধারণ কক্ষ : এখানে প্রতিদিন বিকেল ৩টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত ক্যারাম, দাবা, তাস, টেবিল টেনিস ইত্যাদি খেলা ও টেলিভিশনের ব্যবস্থা আছে।

হল ডাইনিং: আবাসিক শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে ডাইনিং হল চালু আছে ।

ইন্টারনেট সুবিধা: হলে রেডিও ডিভাইসযুক্ত ওয়াইফাই চালু আছে।

কর্মরত জনবল
অফিসার : ৪ জন
সহায়ক কর্মচারী : ৩ জন (১ জন অ্যাডহক ও ১ জন দৈনিক মজুরিভিত্তিক)
সাধারণ কর্মচারী : ১৮ জন (২ জন দৈনিক মজুরিভিত্তিক)

শহীদ শামসুজ্জোহা হল

প্রাধ্যক্ষ
ড. মো. জুলকার নায়েন (১১.১২.২০২১ পর্যন্ত)
সহযোগী অধ্যাপক, ইলেকট্রিক্যাল এন্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ
ড. মো. একরামুল ইসলাম (১২.১২.২০২১ থেকে)
প্রফেসর, ফার্মেসী বিভাগ

আবাসিক শিক্ষক: ৫ জন

শিক্ষার্থী সংখ্যা
আবাসিক : ৩৭৬ জন
অনাবাসিক : ৭৬৯ জন

সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন
ধর্মীয় অনুষ্ঠান: হলে ধর্মীয় অনুষ্ঠানসমূহ যথাযথ মর্যাদার সাথে পালন করা হয়ে থাকে।

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস উদযাপন: অন্যান্য বছরের মত এবছরও শহীদ ড. শামসুজ্জোহার মৃত্যুবার্ষিকী ও শিক্ষক দিবস উপলক্ষে ১৮ ফেব্রুয়ারি হলে দোয়া মাহফিল ও স্মারক ভাস্কর্যে প্রদীপ প্রজ্জ্বালন করা হয়। এছাড়া বিভিন্ন জাতীয় দিবস যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করা হয়।

ছাত্র কল্যাণ: হলের দরিদ্র্য ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়। হলের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, পানি ও বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থার নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করা হয়। এছাড়া হলের ভেতর ও বাইরে জীবাণু ও কীটনাশক ছিটানো হয়।

পাঠাগার: শহীদ শামসুজ্জোহা স্মৃতি পাঠাগার নামে একটি পাঠাগার আছে। এ পাঠাগারে ছাত্রদের বসার এবং লেখাপড়ার ব্যবস্থা আছে। এছাড়া পত্রিকা কক্ষে প্রায় সকল জাতীয়, দৈনিক, সাপ্তাহিক পত্রিকাসমূহ নিয়মিত রাখা হয়।

পাঠ কক্ষ (রিডিং রুম): বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের অর্থায়নে একটি বৃহৎ পাঠকক্ষ করা হয়েছে। এই পাঠকক্ষে একসাথে ৬০ জন শিক্ষার্থী পড়াশুনা করতে পারে।

সাধারণ কক্ষ: হলে সাধারণ কক্ষ শিক্ষার্থীরা নিয়মিত অন্তঃকক্ষ ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক চর্চা করে থাকে।

খেলাধূলা: বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষে রাকসু আয়োজিত আন্তঃকলেজ ক্রীড়া উৎসবে ভলিবল, ফুটবল, হ্যান্ডবল ও এ্যাথলেটিকস্ প্রতিযোগিতায় এই হলের খেলোয়াড়রা অংশগ্রহণ করে হ্যান্ডবলে চ্যাম্পিয়ান এবং এ্যাথলেটিকসে ৩টি স্বর্ণ ও ১টি রৌপ্য পদক অর্জন করে।

টেলিভিশন কক্ষ: এখানে একটি টেলিভিশন ও বড় পর্দায় দেখার জন্য প্রজেক্টর মেশিনের ব্যবস্থা আছে।

ভোজনালয়: হল ভোজনালয়ে নির্ধারিত মূল্যে দুপুর ও রাতের খাবার ব্যবস্থা আছে। খাবারের মান বজায় রাখার জন্য হল কর্তৃপক্ষ নিয়মিত তদারকি করে থাকে। এছাড়া হল ক্যান্টিনে সুলভমূল্যে সকাল ও বিকালের নাস্তা পাওয়া যায়।

ইন্টারনেট: হল অভ্যন্তরে ইন্টারনেটের জন্য ওয়াইফাইয়ের ব্যবস্থা আছে।

উন্নয়ন মূলক কর্মকান্ড ২০২১-২২ অর্থবছরে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের অর্থায়নে ৩০টি কক্ষ মেরামত ও রং করা, ১১৬ টি চৌকি সরবরাহ, যমুনা (৩য়) ব্লকে দরজা-জানালা মেরামত, মসজিদ রং ও অজুখানায় টাইলস্ লাগানো, ডাইনিং, ক্যান্টিন ও টেলিভিশন রুম রং করাসহ ক্যান্টিনে বেসিন বসানো হয়েছে। এছাড়া প্রাধ্যক্ষভবন মেরামত ও রং করা এবং হলের কিছু বৈদ্যুতিক মেরামতির ব্যবস্থা করা হয়েছে।

কর্মরত জনবল

অফিসার	: ৭ জন
সহায়ক কর্মচারী	: ৪ (১ জন দৈনিক মজুরিভিত্তিক)
সাধারণ কর্মচারী	: ১৭ জন (১ জন দৈনিক মজুরিভিত্তিক)

শহীদ হবিবুর রহমান হল

প্রাধ্যক্ষ
ড. মো. জাহিদুল ইসলাম
সহযোগী অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ

আবাসিক শিক্ষক: ৪ জন

শিক্ষার্থী সংখ্যা
আবাসিক : ৭২৮ জন
অনাবাসিক : ১,২৭২ জন

সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন
খেলাধুলা: বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী ও স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষ্যে রাকসু আয়োজিত অনুষ্ঠানে এই হল অংশগ্রহণ করে। একই উপলক্ষে হলের ব্যবস্থাপনায় শহীদ হবিবুর রহমান স্মৃতি আন্তঃব্লক গোল্ড কাপ ক্রিকেট টুর্নামেন্ট ২০২১ অনুষ্ঠিত হয়। হলের কৃতি এ্যাথলেটগণ আন্তঃকলেজ এ্যাথলেটিকস্ ও সাঁতার প্রতিযোগিতায়ও অংশগ্রহণ করে।

রিডিং রুম ও লাইব্রেরী: হলের রিডিং রুম ও পাঠাগারে বর্তমানে ২,৬৫০টি পাঠ্যপুস্তক সংরক্ষিত আছে। আলোচ্য বছরে হল তহবিল থেকে টেবিল-চেয়ার মেরামত ও রং করা এবং ২৪টি নতুন চেয়ার সংগ্রহ করা হয়।

সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় কার্যক্রম: হলের উদ্যোগে সরকার ও বিশ্ববিদ্যালয় ঘোষিত গুরুত্বপূর্ণ দিবসসমূহ ও ধর্মীয় দিবসসমূহ যথাযোগ্য মর্যাদায় সাথে পালন করা হয়। এই হল প্রাধ্যক্ষ পরিষদ আয়োজিত ২০১৫-২০১৬ শিক্ষাবর্ষের বিদায়ী শিক্ষার্থীদের সম্মিলিত হল সমাপনীতে অংশগ্রহণ করে এবং ছাত্রদের স্মারক ক্রেস্ট প্রদান ও উন্নতমানের খাবার পরিবেশন করা হয়।

বঙ্গবন্ধু কর্ণার: বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী ও স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে এই হলে বঙ্গবন্ধু কর্ণার উদ্বোধন করা হয়। বঙ্গবন্ধু কর্ণারে বঙ্গবন্ধু ও তাঁর পরিবারবর্গের ও রাজনৈতিক জীবনের দুর্লভ ছবি ক্রয় ও বাঁধাই করে সংরক্ষণের ব্যবস্থা এবং হলের শিক্ষার্থীদের জন্য বঙ্গবন্ধুর জীবনী ও মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক বই সংরক্ষনের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

সাধারণ কক্ষ: হল কমনরুমে নিয়মিতভাবে শিক্ষার্থীদের আন্তঃকক্ষ খেলাধুলার ব্যবস্থা এবং শরীরচর্চার জন্য একটি ব্যায়ামাগার রয়েছে।

হল ডাইনিং ও ক্যান্টিন: হলের ডাইনিং ও ক্যান্টিন খাবার ও নাস্তার ব্যবস্থা আছে। আলাচ্য বছরে ডাইনিং ও ক্যান্টিনে মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজ করা হয়।

হল উন্নয়ন: ২০২১-২০২২ অর্থবছরে হলে বেশ কিছু পুর্ত মেরামতি ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ করা হয়েছে। এছাড়া খাবার পানির জন্য একটি সাবমারসিবল পাম্প বসানো হয়।

কর্মরত জনবল
অফিসার : ৮ জন
সহায়ক কর্মচারী : ২ জন
সাধারণ কর্মচারী : ১৫ জন (১ জন দৈনিক মজুরিভিত্তিক)

মতিহার হল

প্রাধ্যক্ষ
ড. মুসতাক আহমেদ (২৩.০৫.২০২২ পর্যন্ত)
প্রফেসর, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ
ড. মো. নজরুল ইসলাম (২৪.০৫.২০২২ থেকে)
প্রফেসর, রসায়ন বিভাগ

আবাসিক শিক্ষক: ৩ জন

শিক্ষার্থী সংখ্যা
আবাসিক : ৫৯২ জন
অনাবাসিক : ৮৫০ জন

সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন
মতিহার হলের ১ম, ২য় ও ৩য় ব্লকে বর্তমানে ৫৯০ জন শিক্ষার্থী বসবাস করছে। হলে ডাইনিং, ক্যান্টিন, মসজিদ, পূজা ঘর, পেপার ও রিডিং রুম, টিভি রুম, কমনরুম, ইন্টারনেট রুম ইত্যাদি চালু রয়েছে। হলে সীমানা প্রাচীর নির্মাণ প্রক্রিয়াধীন আছে। হলের উদ্যোগে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দিবস যথারীতি পালন করা হয়।

কর্মরত জনবল
অফিসার : ১ জন
সহায়ক কর্মচারী : ৫ জন (১ জন অ্যাডহক)
সাধারণ কর্মচারী : ১১ জন (১ জন দৈনিক মজুরিভিত্তিক)

মাদার বখ্‌শ হল

প্রাধ্যক্ষ
ড. মো. শামীম হোসেন
সহযোগী অধ্যাপক, ম্যানেজমেন্ট স্টাডিজ বিভাগ

আবাসিক শিক্ষক: ৪ জন

শিক্ষার্থী সংখ্যা
আবাসিক : ৫৮৪ জন
অনাবাসিক : ১,২৭৫ জন

সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম স্বপ্নদ্রষ্টা মাদার বখ্‌শ-এর নামে এই হল ১৯৮০ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়।

খেলাধুলা: আলোচ্য বছরে আন্ত:কলেজ ওয়াটারপোলো প্রতিযোগিতায় এই হল চ্যাম্পিয়ান হবার গৌরব অর্জন করে। দলের খেলোয়াড়দের ব্লেজার প্রদান করা হয়।

ছাত্র কল্যাণ: গরিব ও মেধাবী ছাত্রদের এবং অসুস্থ ছাত্রদের কল্যাণে হল থেকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়। হলের সার্বিক পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা ও মশা নিধনের জন্য হলের ভেতরে-বাইরে জীবাণুনাশক ও কীটনাশক স্প্রে করা হয়।

গ্রন্থাগার ও পাঠাগার: হলের পাঠাগার ও পত্রিকা কক্ষ যথারীতি চালু আছে। পাঠাগার সরকারী ছুটির দিন ছাড়া বিকাল ৪টা হতে রাত ১০টা পর্যন্ত খোলা থাকে। পত্রিকা কক্ষে প্রায় সকল স্থানীয় ও জাতীয় পত্রিকা নিয়মিত রাখা হয়।

সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় কার্যক্রম: হলের পক্ষ থেকে সকল জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ ও বিশ্ববিদ্যালয় ঘোষিত দিবস পালন করা হয়। এছাড়া ধর্মীয় গুরুত্বপূর্ণ দিবসসহ মরহুম মাদার বখ্‌শ-এর মৃত্যুবার্ষিকীও যথারীতি পালন করা হয়।

সাধারণ কক্ষ ও ব্যায়ামাগার: এখানে ক্যারাম, তাস, টেবিল টেনিস, দাবা খেলার ব্যবস্থাসহ টেলিভিশন দেখার ব্যবস্থা আছে। হলের পশ্চিম ব্লকে অবস্থিত ব্যায়ামাগারটি বিকাল ৪টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত খোলা থাকে।

টেলিভিশন কক্ষ: এখানে একটি ৪০" এলইডি টেলিভিশন রয়েছে। সেখানে একসাথে ৪০০ জন বসে টেলিভিশন দেখতে পারে।

হল উন্নয়ন: ২০২১-২০২২ অর্থবছরে হল ডাইনিংয়ে মার্বেল পাথরের খাওয়ার টেবিল ও বসার বেঞ্চ টাইলস দ্বারা তৈরি করা হয়। এছাড়া হলে প্রয়োজনীয় রং করা হয়েছে।

ইন্টারনেট সংযোগ: হলের ইন্টারনেট কক্ষে একসাথে ১৫ জন নিরবচ্ছিন্ন ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট ব্যবহার করতে পারে। হলেরর তিনটি ব্লকে ওয়াই-ফাই সংযোগও দেয়া হয়েছে।

ডাইনিং ও ক্যান্টিন: ডাইনিংয়ে নির্ধারিত মূল্যে দুপুর ও রাতে খাবারের ব্যবস্থা রয়েছে। ক্যান্টিনে সকাল-বিকালে নাস্তার ব্যবস্থা রয়েছে। ডাইনিং ও ক্যান্টিনের খাবারের মান ও পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা ২ জন আবাসিক শিক্ষক, হল সুপারভাইজার ও ১ জন অফিসার নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করে থাকেন।

বিবিধ: ছাত্রদের বিভিন্ন ফি ও হল ভাড়া অগ্রণী ব্যাংকের নির্দিষ্ট হিসাবে ছাত্রদের মাধ্যমে জমাদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এছাড়া মোবাইল ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে ফি আদায়ের প্রক্রিয়াও চলছে।

কর্মরত জনবল

অফিসার	: ৩ জন
সহায়ক কর্মচারী	: ৪ জন
সাধারণ কর্মচারী	: ১০ জন (২জন অ্যাডহক)

হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী হল

প্রাধ্যক্ষ
ড. মো. রবিউল ইসলাম (০৬.১১.২০২১ পর্যন্ত)
প্রফেসর, সমাজকর্ম বিভাগ
ড. মো. জাহাঙ্গীর হোসেন (০৭.১১.২০২১ থেকে)
প্রফেসর, ফোকলোর বিভাগ

আবাসিক শিক্ষক: ৫ জন

শিক্ষার্থী সংখ্যা
আবাসিক : ৫৯২ জন
অনাবাসিক : ৯৬৮ জন

সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন
২০২১-২০২২ শিক্ষাবর্ষে হলের ইন্টারনেট ব্যবস্থা আধুনিকায়ন করা হয়েছে। এই হলের ছাত্ররা বিভিন্ন ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে বিজয়ী হয়ে আসছে। বিভিন্ন জাতীয় ও ধর্মীয় গুরুত্বপূর্ণ দিবসসমূহ প্রশাসনের পক্ষ থেকে যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করা হয়েছে। জাতীয় দিবসসমূহে হল ডাইনিংয়ে উন্নতমানের খাবার পরিবেশন করা হয়। এই শিক্ষাবর্ষে পাঠাগারের জন্য প্রয়োজনীয়সংখ্যক বই কেনা হয়েছে এবং সেমিনারে গুরুত্বপূর্ণ দৈনিক, সাপ্তাহিক ও সাময়িকী রাখা হয়। ছাত্রদের চিত্তবিনোদনের জন্য পৃথক ১টি টিভি রুম এবং কমনরুমে খেলাধূলার ব্যবস্থা আছে। হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দীর ম্যুরালের চারিপাশে টাইলস বসানো হয়েছে। সুপেয় পানির জন্য একটি সাবমার্সিবল পাম্প বসানো ও হল চত্বরে বৃক্ষরোপণ করা হয়েছে।

কর্মরত জনবল
অফিসার : ২ জন
সহায়ক কর্মচারী : ৫ জন (১ জন দৈনিক মজুরিভিত্তিক)
সাধারণ কর্মচারী : ১৫ জন (১ জন অ্যাডহক ও ১ জন দৈনিক মজুরিভিত্তিক)

শহীদ জিয়াউর রহমান হল

প্রাধ্যক্ষ
ড. সুজন সেন
সহযোগী অধ্যাপক, চিত্রকলা, প্রাচ্যকলা ও ছাপচিত্র বিভাগ

আবাসিক শিক্ষক: ৪ জন

শিক্ষার্থী সংখ্যা
আবাসিক : ৫৯৮ জন
অনাবাসিক : ১,৪৫১ জন

সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন
১৯৯৩ সালে এই হল প্রতিষ্ঠিত হয়।

মেধাবী ও অস্বচ্ছল শিক্ষার্থীদের কল্যাণ তহবিল থেকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়।

হল পাঠাগার ও পাঠকক্ষ: এই বছরে হল পাঠাগারের জন্য কিছু নতুন বই কেনা হয়েছে। পাঠাগারটিকে উন্নত করার প্রক্রিয়াও চলমান আছে। পাঠকক্ষে প্রায় প্রতিটি স্থানীয় ও জাতীয় পত্রিকা রাখা হয়।

সাংস্কৃতিক চর্চা: হলের শিক্ষার্থীরা রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন সংস্থাসমূহে বিতর্ক ও অন্যান্য সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হবার কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছে। হলে 'জিয়া হল ডিবেটর্স ফোরাম' নামে একটি বিতর্ক সংগঠন রয়েছে। এই বছরে হলে সাংস্কৃতিক চর্চা কক্ষ স্থাপন করা হয়েছে।

ক্রীড়াঙ্গন: ২০২১ সালে রাকসু আয়োজিত 'বঙ্গবন্ধু ক্রীড়া উৎসব-২০২১' এর ফুটবল ও এ্যাথলেটিকস্ প্রতিযোগিতায় এই হল চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে।

সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় কার্যক্রম: বিভিন্ন সামাজিক ও জাতীয় দিবস যথাযোগ্য মর্যাদা ও ভাব-গাম্ভীর্যের মধ্যদিয়ে হল কর্তৃপক্ষ পালন করেছে। এই বছরে হল প্রশাসনের আয়োজনে এবং 'বাঁধন' হল ইউনিটের সহযোগিতায় ১৫ আগস্ট উপলক্ষে 'শোকাবহ আগস্ট' শিরোনামে বিনামূল্যে ব্লাড গ্রুপ নির্ণয় কর্মসূচি-২০২২ অনুষ্ঠিত হয়। দেশরত্ন শেখ হাসিনার জন্মদিন, বিশ্ব পরিবেশ দিবসসহ বিভিন্ন জাতীয় দিবসকে স্মরণ করে হল প্রশাসন বৃক্ষরোপণসহ বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে।

আলোচ্য শিক্ষাবর্ষে হলের রিডিং রুম, ক্যান্টিন, পাঠকক্ষ রঙকরণের কাজ শেষ হয়েছে। হল প্রশাসনের উদ্যোগে অফিস ব্লকের দোতলায় বঙ্গবন্ধু কর্নার, প্রাক্তন ছাত্রদের জন্য অতিথি কক্ষ, আবাসিক শিক্ষক কক্ষ স্থাপন করা হয়েছে। হলের সার্বিক উন্নয়নের জন্য সংস্কার ও মেরামত কাজসহ অফিস ব্লক ও প্রধান ফটকে আইপিএস লাগানোর কাজও চলছে।

কর্মরত জনবল
অফিসার : ৫ জন
সহায়ক কর্মচারী : ৬ জন (১ জন দৈনিক মজুরিভিত্তিক)
সাধারণ কর্মচারী : ১৩ জন

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হল

প্রাধ্যক্ষ
ড. মো. রওশন জাহিদ (০১.০৫.২০২২ পর্যন্ত)
সহযোগী অধ্যাপক, ফোকলোর বিভাগ
শায়খুল ইসলাম মামুন জিয়াদ (০২.০৫.২০২২ পর্যন্ত)
প্রফেসর, ইতিহাস বিভাগ

আবাসিক শিক্ষক: ৪ জন

শিক্ষার্থী সংখ্যা
আবাসিক : ৪৯৬ জন
অনাবাসিক : ১,৭৩৮জন

সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন
২০২১-২০২২ শিক্ষাবর্ষে হলের পক্ষ থেকে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা দিবসসহ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস, শিক্ষক দিবস (জোহা দিবস), শহীদ দিবস, ঐতিহাসিক ৭ মার্চ, জাতির পিতার জন্মবার্ষিকী, ২৬ মার্চ ২০২২ স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস, জাতীয় শোকদিবস, শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস, বিজয় দিবস যথাযথ আনুষ্ঠানিকতার মাধ্যমে পালন করা হয়।

এ বছর ১০ জন ছাত্রকে কল্যাণ তহবিল থেকে আর্থিক সহযোগিতা প্রদান করা হয়েছে।

কর্মরত জনবল
অফিসার : ৬ জন
সহায়ক কর্মচারী : ৩ জন
সাধারণ কর্মচারী : ১৭ জন (২ জন দৈনিক মজুরিভিত্তিক ৩ জন বহিরাগত)

মন্নুজান হল

প্রাধ্যক্ষ
ড. মোসা. সাবিনা ইয়াছমিন
সহযোগী অধ্যাপক, রসায়ন বিভাগ

আবাসিক শিক্ষক: ৫ জন

শিক্ষার্থী সংখ্যা
আবাসিক : ৮৬০ জন
অনাবাসিক : ১,২২৫ জন (রেজিস্টার্ড অতিথি ১৫০ জন)

সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন
হল পাঠাগার: আলোচ্য শিক্ষাবর্ষে হল পাঠাগার যথারীতি চালু ছিল।

সামাজিক কার্যক্রম: এই বছরে হল প্রশাসনের উদ্যোগে বিভিন্ন জাতীয় দিবস পালন করা হয়। এছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিষ্ঠা দিবসসহ অন্যান্য কর্মসূচীতেও এই হল অংশগ্রহণ করে।

ধর্মীয় কার্যক্রম: ঈদ-উল-ফিতর উপলক্ষ্যে হল ভাতায় নিয়োজিত ৬ জন মুসলমান ও দুর্গাপূজা উপলক্ষে ৫ জন হিন্দু কর্মচারীকে উৎসব ভাতা প্রদান করা হয়েছে। এই শিক্ষাবর্ষেও হলের ছাত্রীদের নামাজ ও পবিত্র কোরআন মজিদ শিক্ষা দেওয়ার জন্য একজন মোয়াল্লিমাকে নিযুক্ত রাখা হয়।

হল ডাইনিং: আলোচ্য শিক্ষাবর্ষে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক নির্ধারিত ভাতায় হল ডাইনিংয়ে ২ জন সহকারী বাবুর্চী, ১ জন কার্ড মাস্টার, ৮ জন আয়া ও ১ জন টেবিল বয় কর্মরত ছিল।

হল উন্নয়ন: প্রকৌশল দপ্তরের তত্ত্বাবধানে টয়লেটগুলিতে টাইলস ও নতুন প্যান স্থাপনসহ সীমানা প্রাচীর তারকাঁটা দিয়ে ঘেরার কাজ সম্পন্ন করা হয়।

কর্মরত জনবল
অফিসার : ৭ জন
সহায়ক কর্মচারী : ৭ জন (১ জন অ্যাডহক)
সাধারণ কর্মচারী : ১৮ জন (১ জন অ্যাডহক, ৩ জন দৈনিক মজুরিভিত্তিক)

রোকেয়া হল

প্রাধ্যক্ষ
ড. মোবার্‌রা সিদ্দিকা (২৪.১০.২০২১ পর্যন্ত)
প্রফেসর, ফোকলোর বিভাগ
ড. জয়ন্তী রানী বসাক (২৫.১০.২০২১ থেকে)
প্রফেসর, ইনফরমেশন সায়েন্স এন্ড লাইব্রেরি ম্যানেজমেন্ট বিভাগ

সিনিয়র আবাসিক শিক্ষিকা: ১ জন
আবাসিক শিক্ষক: ৪ জন
সহকারী আবাসিক শিক্ষিকা: ১ জন

শিক্ষার্থী সংখ্যা
আবাসিক : ৭২০ জন
অনাবাসিক : ১,৩৭৫ জন
অনাবাসিক ১,৩৭৫ জনের মধ্যে কার্ডধারী অতিথি হিসাবে হলে অবস্থানরত ৩০৭ জন (গণরুম)।

সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন
পাঠাগার: প্রতি বছরের মত এবারও পাঠাগারের জন্য নতুন বই কেনা হয়েছে।

ধর্মীয় অনুষ্ঠান: ঈদে মিলাদুন্নবী উপলক্ষ্যে হলে মিলাদ মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। পূজা উপলক্ষে কেন্দ্রীয় মন্দিরে আর্থিক অনুদান প্রদান করা হয়েছে।

হল ডাইনিং ও ক্যান্টিন: ডাইনিং ও ক্যান্টিন সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা হচ্ছে। ডাইনিং ও ক্যান্টিনে সিসি ক্যামেরা লাগানো হয়েছে।

দিবস পালন: প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতার মাধ্যমে বিভিন্ন জাতীয় দিবস, ৯ই ডিসেম্বরে রোকেয়া দিবস ও পদ্মা সেতুর উদ্বোধন পালন করা হয়।

হল উন্নয়ন: ২০২১-২০২২ অর্থবছরে ১৭টি নতুন ফ্যান ক্রয়, রোকেয়ার ম্যুরাল তৈরী, ইন্টারনেট ব্যবহারের সুবিধার জন্য ৩৪টি এক্সেস পয়েন্ট স্থাপন, ২টি নতুন টেলিফোন সেট ক্রয়, সার্চ লাইট লাগানো, হলের চারপাশে জঙ্গল পরিস্কার করানো হয়েছে। এছাড়া প্রাধ্যক্ষ কক্ষে সিসিটিভি স্থাপন করা হয়েছে। ভারতীয় হাইকমিশন থেকে উপহার হিসেবে ৫টি অত্যাধুনিক কম্পিউটার পাওয়া গেছে।

খেলাধুলা: আন্তঃহল এ্যাথেলেটিকস, রাকসু আয়োজিত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মশত বার্ষিকী এবং স্বাধীনতার সূবর্ণজয়ন্তী ক্রীড়া উৎসব ২০২১ রোকেয়া হলের মেয়েরা চ্যাম্পিয়ন হয়েছে।

কর্মরত জনবল
অফিসার : ৬ জন
সহায়ক কর্মচারী : ৫ জন (১ জন অ্যাডহক)
সাধারণ কর্মচারী : ২৪ জন (৩ জন অ্যাডহক ও ৫ জন দৈনিক মজুরিভিত্তিক)

তাপসী রাবেয়া হল

প্রাধ্যক্ষ
ড. মোসা. ফেরদৌসী মহল
প্রফেসর, উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগ

আবাসিক শিক্ষক: ৩ জন

ছাত্রী সংখ্যা
আবাসিক : ৪৬৯ জন
অনাবাসিক : ৫৬৭ জন

সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন
বিভিন্ন দিবস পালন ও ধর্মীয় অনুষ্ঠান: ২৬.১০.২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত হয় হলের বার্ষিক মিলাদ মাহ্ফিল। এছাড়া সরকার ও বিশ্ববিদ্যালয় ঘোষিত সকল দিবস যথাযথ মর্যাদায় পালন করা হয়। চলতি বছরে হল তহবিল থেকে জন্মাষ্টমী ও সরস্বতী পূজার জন্য আর্থিক অনুদান দেওয়া হয়।

সাধারণ কক্ষ: এখানে ক্যারাম, লুডু, দাবা, বাগাডুলি, ব্যাডমিন্টন ইত্যাদি খেলার ব্যবস্থাসহ জাতীয় ও দৈনিক সংবাদপত্র, সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রিকা পড়ার ব্যবস্থা আছে। এছাড়া স্যাটেলাইট টেলিভিশন দেখার ব্যবস্থাও আছে। হলের চারটি ব্লকের প্রতি তলায় ওয়াইফাই এ্যাকসেস পয়েন্ট লাগানো আছে।

হল ডাইনিং ও ক্যান্টিন: হলের ভোজনালয়টি ক্যাটারিং পদ্ধতিতে পরিচালিত। এর এক পাশে একটি মনোহারি দোকান আছে। হলের প্রতি তলার ...০৫ নং কক্ষটি রান্নাঘর। হল ক্যান্টিনে সকাল-বিকালে নাস্তার ব্যবস্থা আছে।

সাবাস বাংলাদেশ চত্বরে ২৭.০৩.২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত হয় ২০১৫-২০১৬ শিক্ষাবর্ষের ছাত্রীদের সমন্বিত হল সমাপনী অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠানে স্মারক প্রদান ও মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এদিন কেন্দ্রীয় কাফেটেরিয়াতে অনুষ্ঠিত হয় নৈশভোজ।

অফিস ব্লকের দ্বিতীয় তলায় অবস্থিত পাঠাগারটি পাঠ্যপুস্তক সমৃদ্ধ। এখানে প্রচুর দেশি-বিদেশি পাঠ্য বই রয়েছে যা ছাত্রীদের চাহিদা মোতাবেক ক্রয় করা হয়। এখানে ছাত্রীদের মধ্যে নিয়মিত বই ইস্যু করা হয়।

কর্মরত জনবল
অফিসার : ৮ জন
সহায়ক কর্মচারী : ৫ জন
সাধারণ কর্মচারী : ১৫ জন (২ জন অ্যাডহক ও ৪ জন দৈনিক মজুরিভিত্তিক)

বেগম খালেদা জিয়া হল

প্রাধ্যক্ষ
ড. সৈয়দা নুসরাত জাহান
সহযোগী অধ্যাপক, ফিশারীজ বিভাগ

আবাসিক শিক্ষক: ৩ জন
সহকারী আবাসিক শিক্ষক: ১ জন

ছাত্রী সংখ্যা

আবাসিক	:	৪৫২
অনাবাসিক	:	১,২৫০

সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন

পাঠাগার: হল পাঠাগারের জন্য এই বছর ৬,১৪৭.০০ টাকার বইসহ পরবর্তীতে চাহিদা অনুযায়ী কিছু বই কেনা হয়েছে। এই শিক্ষাবর্ষে হলে 'বঙ্গবন্ধু স্মৃতি কর্নার' প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এজন্য বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন থেকে প্রাপ্ত ৫০,০০০.০০ টাকার ও হল তহবিল থেকে ৩৭,৫৯৪.০০ টাকার বই ক্রয় করা হয়েছে।

ধর্মীয় অনুষ্ঠান: একজন মুয়াল্লিমা দ্বারা ছাত্রীদের ধর্মীয় শিক্ষা প্রদান করা হয়ে থাকে।

বিবিধ: হলের পক্ষ থেকে সকল গুরুত্বপূর্ণ দিবস যথাযথ মর্যাদা ও আনুষ্ঠানিকতার সাথে পালন করা হয়। হলের সকল কক্ষে WiFi ইন্টারনেট সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। জরুরি বৈদ্যুতিক সুবিধা হিসেবে IPSও স্থাপন করা হয়েছে।

কর্মরত জনবল

অফিসার	:	১০ জন
সহায়ক কর্মচারী	:	৫ জন
সাধারণ কর্মচারী	:	২৫ জন

রহমতুন্নেসা হল

প্রাধ্যক্ষ
ড. রুকসানা বেগম (২৪.১০.২০২১ পর্যন্ত)
প্রফেসর, হিসাববিজ্ঞান ও তথ্য ব্যবস্থা বিভাগ
ড. হাসনা হেনা (২৫.১০.২০২১ থেকে)
প্রফেসর, ম্যানেজমেন্ট স্টাডিজ বিভাগ

আবাসিক শিক্ষক: ৩ জন
সহকারী আবাসিক শিক্ষক : ১ জন

ছাত্রী সংখ্যা
আবাসিক : ৬৭৬
অনাবাসিক : ৫৫০

সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন
খেলাধুলা
শেখ কামাল স্টেডিয়ামে ২০২১-২০২২ শিক্ষাবর্ষের ছাত্রী হলগুলোর বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা যৌথভাবে অনুষ্ঠিত হয়। এতে এই হলের শিক্ষার্থীরা অংশগ্রহণ করে কয়েকটি খেলায় বিজয়ী হয়।

পাঠাগার
হলে একটি পাঠাগার আছে। আলোচ্য শিক্ষাবর্ষে হল তহবিল থেকে পাঠাগারের জন্য ১৫,০০০.০০ টাকার বই কেনা হয়।

সামাজিক কার্যক্রম
২০২১-২০২২ অর্থ বছরে হলের বহিরাগত কর্মচারীদের (৮ জন) পবিত্র ঈদ ও পূজা উপলক্ষ্যে হল তহবিল থেকে ২৪,০০০.০০ টাকা অনুদান দেওয়া হয়। এছাড়া জন্মাষ্টমীর জন্যও ১,০০০.০০ টাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় মন্দিরে প্রদান করা হয়। হল প্রশাসনের উদ্যোগে গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় দিবস ও বিশ্ববিদ্যালয় ঘোষিত দিবসসমূহ যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করা হয়।

সাধারণ কক্ষ
এখানে বিনোদনের জন্য ২টি রঙ্গীন টেলিভিশন, অন্তঃকক্ষ খেলা যেমন, টেবিল টেনিস, ক্যারম, দাবা, ভলিবল, বাগাডুলি, তাস ও লুডুর ব্যবস্থা আছে। এখানে দৈনিক সংবাদপত্রসহ অন্য কয়েকটি পত্রপত্রিকা রাখা হয়।

ডাইনিং ও ক্যান্টিন
ডাইনিং টেন্ডারের মাধ্যমে চুক্তিভিত্তিক পরিচালিত হচ্ছে। সেখানে সকাল, দুপুর ও রাতের খাবার এবং বিকেলের নাস্তার ব্যবস্থা আছে। ক্যান্টিনে স্টেশনারি সামগ্রীও পাওয়া যায়।

কর্মরত জনবল
অফিসার : ৬ জন
সহায়ক কর্মচারী : ২ জন (১ জন দৈনিক মজুরিভিত্তিক)
সাধারণ কর্মচারী : ২২ জন (৭ জন অ্যাডহক ও ৮ জন দৈনিক মজুরিভিত্তিক)

বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা হল

প্রাধ্যক্ষ
ড. শর্মিষ্ঠা রায়
প্রফেসর, সমাজকর্ম বিভাগ

আবাসিক শিক্ষক : ৪ জন
সহকারী আবাসিক শিক্ষিকা : ১ জন

ছাত্রী সংখ্যা
আবাসিক : ১০৩২ জন
অনাবাসিক : ১৫০ জন

সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন
খেলাধুলা: আন্তঃকলেজ এ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতায় এই হল রানার্স আপ হয়।

সামাজিক ও সংস্কৃতিক কার্যক্রম: আলোচ্য শিক্ষাবর্ষে বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছার ৯১তম জন্মবার্ষিকী পুষ্পমাল্য অর্পন, কেক কাটা ও আলোচনা সভার মাধ্যমে পালন করা হয়। এছাড়া জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ ও বিশ্ববিদ্যালয় ঘোষিত দিবসসমূহ যথারীতি পালন করা হয়। আলোচ্য শিক্ষাবর্ষে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন বিতর্ক প্রতিযোগিতায় এই হলের ছাত্রীরা অংশগ্রহণ করে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছে।

ধর্মীয় কার্যক্রম: আলোচ্য শিক্ষাবর্ষে বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছার শাহাদতবার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে মিলাদ মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। কেন্দ্রীয় পূজা উদযাপন কমিটিকে জন্মাষ্টমী ও শ্রীশ্রী সরস্বতী পূজা উপলক্ষে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

সাধারণ কক্ষ: এখানে আলোচ্য শিক্ষাবর্ষে ৬টি দৈনিক সংবাদপত্র সরবরাহ করা হয়।

কর্মরত জনবল
অফিসার : ৮ জন
সহায়ক কর্মচারী : ৫ জন (২ জন অ্যাডহক)
সাধারণ কর্মচারী : ১১ জন (৫ জন দৈনিক মজুরিভিত্তিক)

শহীদ মীর আব্দুল কাইয়ূম ইন্টারন্যাশনাল ডরমিটরি

ওয়ার্ডেন
ড. মো. আশাদুল ইসলাম (২৪.০৪.২০২২ পর্যন্ত)
প্রফেসর, জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড বায়েটেকনোজি বিভাগ
ড. মো. আতাউর রহমান (২৫.০৪.২০২২ থেকে)
প্রফেসর, নাট্যকলা বিভাগ

সহকারী ওয়ার্ডেন: ২ জন

আবাসিক সংখ্যা: ৬৪

সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন
ডরমিটরি ভবনটিতে মোট কক্ষ সংখ্যা ১২৮টি। এখানে বর্তমানে ১৬টি অতিথি কক্ষ রয়েছে। প্রত্যেকটি কক্ষে একজন ছাত্র/গবেষক বসবাস করেন। ডরমিটরিতে অবস্থানরত দেশি-বিদেশি শিক্ষার্থীদের জন্য ডাইনিংয়ে তিন বেলা মান-সম্মত খাবার পরিবেশন করা হয়। কমনরুমে দৈনিক ইংরেজি ও বাংলা সংবাদপত্র সরবরাহ, ইনডোর গেমস এর ব্যবস্থা রয়েছে। অবস্থানরত প্রত্যেকে ইন্টারনেট সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। এবছর কমনরুমের জন্য ডরমিটরির নিজস্ব তহবিল থেকে ১টি ৩২ ইঞ্চি এলইডি টেলিভিশন কেনা হয়েছে।

গবেষক/বিদেশি শিক্ষার্থীদের সুবিধার্থে দেশি/বিদেশি বই,জার্নাল রাখার জন্য লাইব্রেরির ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। এখানে সার্বক্ষণিক নিরাপত্তার জন্য ডরমিটরির অভ্যন্তরিন খাত থেকে সিসি ক্যামেরা স্থাপন করা হয়েছে। ডরমিটরির প্রবেশ দ্বারের বাম পাশের দেয়ালে শহীদ মীর আব্দুল কাইয়ূমের সংক্ষিপ্ত জীবনীসহ স্মৃতিফলক স্থাপন করা হয়েছে।

ডরমিটরির পক্ষ থেকে বিশ্ববিদ্যালয় ও সরকার ঘোষিত সকল দিবস যথারীতি পালন করা হয়।

কর্মরত জনবল
অফিসার : ২ জন
সাধারণ কর্মচারী : ৩ জন (১ জন দৈনিক মজুরিভিত্তিক)

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় স্কুল

শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট ডেমনেস্ট্রেশন ইউনিট-১

পরিচালনা পরিষদ

১.	প্রফেসর চিত্তরঞ্জন মিশ্র, পরিচালক, শিক্ষা ও গবেষণা ইসস্টিটিউট	সভাপতি
২.	প্রফেসর শহীদ ইকবাল, বাংলা বিভাগ	সদস্য
৩.	প্রফেসর রুবাইয়াৎ জাহান, শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট	সদস্য
৪.	প্রফেসর মো. জাহানুর রহমান, পরিসংখ্যান বিভাগ	সদস্য
৫.	মো. আব্দুল মালেক, সহকারী অধ্যাপক, ভূতত্ত্ব ও খনিবিদ্যা বিভাগ	সদস্য
৬.	নীলিমা আফরোজ	সদস্য
৭.	মো. হাসান আলী, সহকারী অধ্যাপক, রাবি স্কুল	সদস্য
৮.	উম্মুল খায়ের সালমা সিদ্দীকা, প্রভাষক, রাবি স্কুল	সদস্য
৯.	মো. শফিউল আলম, অধ্যক্ষ (চলতি দায়িত্বে), রাবি স্কুল	সদস্য-সচিব

অধ্যক্ষ

মো. শফিউল আলম

শিক্ষক সংখ্যা

সহকারী অধ্যাপক : ২৯ জন
প্রভাষক: ৩০ জন
খণ্ডকালীন প্রভাষক : ২ জন

শিক্ষার্থী সংখ্যা (২০২১)

	ছাত্র	ছাত্রী	মোট
স্কুল	৮০৭	৮১১	১৬১৮
কলেজ	২১২	২০৯	৪২১

পাবলিক পরীক্ষার ফলাফল

পরীক্ষার নাম	শিক্ষাবর্ষ	মোট পরীক্ষার্থী	A (A^++A+A^-)	B	C	D	F	মোট পাস
এস.এস.সি	২০২১	১৯২	১৭৫	৯	৮	০	০	১৯২
এইচ.এস.সি	২০২১	২৬২	২৬১	০	০	০	১	২৬১

সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন

এই স্কুলে বর্তমানে প্রথম থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত ১২টি ক্লাসের মোট ২৮টি শাখায় পাঠদান করা হয়। নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণিতে বিজ্ঞান, মানবিক ও ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগ চালু রয়েছে। স্কুলটি বর্তমানে রাবি শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের অন্তর্ভূক্ত এবং সিন্ডিকেটের অনুমোদনক্রমে স্কুল অধ্যাদেশ-২০১০ অনুযায়ী পরিচালিত হচ্ছে।

এখানে শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন খেলাধূলা, কাব, স্কাউট, রোভার, রেঞ্জার, হলদে পাখী, গার্ল গাইডস, রেডক্রিসেন্ট, বিএনসিসি ইত্যাদি কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত থাকতে পারে। স্কুলের শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন সময়ে

ভারত, অস্ট্রেলিয়া, ইংল্যান্ড, থাইল্যান্ড, শ্রীলংকায় সম্মেলন অথবা জাম্বুরীতে যোগদান করে কৃতিত্ব বয়ে এনেছে। স্কুলের বিভিন্ন দল, থানা, জেলা ও জাতীয় পর্যায়ে খেলাধুলা, সেমিনার বা ক্যাম্পে যোগ দিয়ে পুরস্কৃত হয়েছে। ইতপূর্বে দুইবার এই স্কুল জাতীয় পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ স্কুল ও কলেজ হিসেবে বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয় হতে স্বর্ণপদক ও সার্টিফিকেট লাভ করেছে। স্কুলে নিয়মিতভাবে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, বার্ষিক বনভোজন, বার্ষিক পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান, মিলাদ মাহফিল, শহীদ দিবস ও আর্ন্তজাতিক মাতৃভাষা দিবস, স্বাধীনতা দিবস, বাংলা নববর্ষ, জাতীয় শোক দিবস, বিজয় দিবসসহ বিভিন্ন দিবস যথাযথ মর্যাদার সাথে পালন করা হয়ে থাকে।

পরিশেষে স্কুলের কিছু সমস্যা থাকা সত্বেও শিক্ষাদানের পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের মানসিক, চারিত্রিক ও শারীরিক উন্নতি এবং সেই সাথে স্কুলটিকে আরও সুশৃঙ্খল, সুনিয়ন্ত্রিত আদর্শ স্কুল হিসেবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ঐকান্তিক প্রচেষ্টা রয়েছে।

কর্মরত জনবল

অফিসার	: ২ জন
সহায়ক কর্মচারী	: ২ জন
সাধারণ কর্মচারী	: ১০ জন (৩ জন দৈনিক মজুরিভিত্তিক)

শেখ রাসেল মডেল স্কুল

শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট ডেমনেস্ট্রেশন ইউনিট-২

পরিচালনা পর্ষদ
স্কুল পরিচালনা পর্ষদ

১.	প্রফেসর চিত্তরঞ্জন মিশ্র, পরিচালক, শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট	সভাপতি
২.	প্রফেসর মো. খায়রুল ইসলাম, ক্রপ সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি বিভাগ	সদস্য
৩.	প্রফেসর আকতার বানু, পরিচালক, শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট	সদস্য
৪.	প্রফেসর মো. রবিউল ইসলাম, সমাজকর্ম বিভাগ	সদস্য
৫.	মো. ফারুক হাসান, সহযোগী অধ্যাপক, মাইক্রোবায়োলজি বিভাগ	সদস্য
৬.	ফাহিমা সুলতানা, সহকারী শিক্ষক, শেখ রাসেল মডেল স্কুল	সদস্য
৭.	ইভা চট্টোপাধ্যায়, সহকারী শিক্ষক, শেখ রাসেল মডেল স্কুল	সদস্য
৮.	প্রফেসর তানজিমা ইয়াসমিন, সভাপতি, প্রাণরসায়ন ও অনুপ্রাণবিজ্ঞান বিভাগ	সদস্য
৯.	লিসাইয়া মেহ্জবীন, অধ্যক্ষ, শেখ রাসেল মডেল স্কুল	সদস্য-সচিব

উপাধ্যক্ষ (অধ্যক্ষের চলতি দায়িত্বে)
লিসাইয়া মেহ্জবীন

শিক্ষক সংখ্যা

সিনিয়র সহকারী শিক্ষক	: ১ জন
সহকারী শিক্ষক	: ১৬ জন

শিক্ষার্থী সংখ্যা

	ছাত্র	ছাত্রী	মোট
স্কুল	২৮২	২৬৬	৫৪৮

পাবলিক/প্রান্তিক পরীক্ষার ফল

পরীক্ষার নাম	শিক্ষাবর্ষ	মোট পরীক্ষার্থী	A (A^+ + A+A-)	B	C	D	F	মোট পাস
পিএসসি	২০২১	৫১	-	-	-	-	-	সরকার ঘোষিত উত্তীর্ণ
জেএসসি	২০২১	৩৬	-	-	-	-	-	সরকার ঘোষিত উত্তীর্ণ

সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন
এই স্কুলে প্লে শ্রেণি থেকে ৮ম শ্রেণি পর্যন্ত মোট ১০টি ক্লাসে ১৪টি শাখায় পাঠদান করা হয়। এখানে লেখাপড়ার পাশাপাশি শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন খেলাধুলা, আবৃত্তি, ছড়াগান, নাচ, দেশাত্মবোধক গান, চিত্রাঙ্কন, রচনা, কুইজ প্রতিযোগিতা ইত্যাদি কর্মকাণ্ডের সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সময়ে স্কুলের শিক্ষার্থীরা চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় কৃতিত্ব বয়ে এনেছে। স্কুলে সরকার ও বিশ্ববিদ্যালয় ঘোষিত বিভিন্ন দিবস ও উপলক্ষ যথারীতি পালন করা হয়। এছাড়া মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার জন্মদিন উপলক্ষ্যে স্কুল চত্বরে বৃক্ষরোপনও করা হয়।

স্কুলে শিক্ষাদানের পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের মানসিক, চারিত্রিক ও শারীরিক উন্নতিসহ স্কুলটিকে আরো সুশৃঙ্খল ও সুনিয়ন্ত্রিত আদর্শ স্কুল হিসেবে এগিয়ে নেওয়ার প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে।

কর্মরত জনবল

সহায়ক কর্মচারী : ২ জন (১ জন ডেপুটেশনে)
সাধারণ কর্মচারী : ৬ জন (২ জন দৈনিক মজুরিভিত্তিক)